আলমডাঙ্গায় আবারও পেঁয়াজের বাজারে আগুন, কেজি ১০০ টাকা

আলমডাঙ্গার কাঁচা বাজারে তরিতরকারী ও মরিচের পর হঠাৎ করেই আগুন লেগেছে পেঁয়াজে। মঙ্গলবার সকালে কাঁচা বাজারে সবজি কিনতে গিয়ে পেঁয়াজের ঝাজে ক্রেতাদের অনেকেরই চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে। ৫০ টাকা কেজির পেঁয়াজ রাত পেরুতেই হয়ে গেছে ১০০ টাকা। যে কোন ধরনের সবজি ও কাঁচা মরিচের আকাশ ছোঁয়া দামের কারণে এমনিতেই মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এরপর একদিনেই পেঁয়াজের দ্বিগুন মূল্য বৃদ্ধিতে মানুষের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

জানা গেছে, গত সোমবার আলমডাঙ্গার পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের কেজি ছিল প্রকারভেদে ৫০ থেকে ৫৫ টাকা। খুচরা বিক্রেতারা তা বিক্রি করেছেন ৬০ টাকা কেজি দরে। কিন্ত সোমবার রাতে ভারত বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ার খবর প্রচার হলে পরদিন মঙ্গলবার সকালেই ৫০ টাকা কেজির পেঁয়াজের দাম বেড়ে হয়ে যায় ১০০ টাকা। আড়তদাররা নিজেরা সকাল থেকেই দাম বাড়িয়ে দেয়। আড়তে থাকা আগের দিনের বস্তা বস্তা পেঁয়াজও একই দামে বিক্রি করা হয়। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে আড়তদাররা কুষ্টিয়ার অন্যান্য বাজারের সাথে যোগাযোগ করে কিছুটা কমে বিক্রি শুরু করে। এ ক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতারা পেঁয়াজের কেজি বিক্রি করে ৯০ টাকা দরে।

ব্যাগ হাতে বাজারে আসা ক্রেতা হাফিজুর রহমান ক্লেদাক্ত কণ্ঠে বলেন, ৪০ টাকা কেজির নিচে কোন তরকারী নেই। কাঁচা মরিচের কেজি ১৫০ টাকা। পেঁয়াজ ১০০ টাকা। সাধারণ মানুষের আয় তো বাড়েনি। করোনার জেরে আয় আরও কমেছে। কিভাবে ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার চালাব?

মহিলা ক্রেতা নাসিমা বেগম বলেন, কোন তরকারীর দাম কম নয়। সবই ৪০ থেকে ৬০ টাকা কেজি। আমাদের মত সাধারণ মানুষের খেয়ে বাঁচার পরিস্থিতি নেই।

খুচরা বিক্রেতা জামান বলেন, সোমবারে পেঁয়াজের কেজি ছিল ৫৫ থেকে ৬০ টাকা। মঙ্গলবার সকালে প্রথমদিকে পেঁয়াজের কেজি ১০০ টাকায় বিক্রি হয়।

পরে আবার কমিয়ে ৯০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। ভারত বাংলাদেশে পেঁয়াজের রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ায় দেশের বাজারে অস্থিরতা দেখা

দিয়েছে বলে তিনি জানান। এই সুযোগে এক শ্রেনীর আড়তদার সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দাম বৃদ্ধির পায়তারা করছে বলেও জানান তিনি।

গাংনীর ধলাতে কৃষক লীগের উদ্যেগে বৃক্ষ রোপণ

গাংনীর রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামে ‘মুজিব বর্ষের আহব্বান তিনটি করে গাছ লাগান’ এই স্লোগান কে সামনে রেখে মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

তিনি জানান, মুজিব শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা ব্যাপী মসজিদ মাদ্রাসা, বাগান, রাস্তার পাশে, পার্কে সহ বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত ৫০,০০০ হাজার বৃক্ষ রোপণ করতে সক্ষম হয়েছি। সেই পরিপ্রক্ষিতে রাধাগোবিন্দপুর ধলাতে ৭০০ ফলজ বনজ ঔষধি গাছ বৃক্ষরোপণ অভিজান।

এবং মুজিব বর্ষতে আমাদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। সেই সাথে ধন্যবাদ যারা আমার সাথে যারা বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি গুলোকে সাফল্যে করতে সহযোগিতা করে আসছেন।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গংনী উপজেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান, আবুল কালাম মেম্বার সহ আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেত্রী বৃন্দ।

মেহেরপুরের দু’টি তেল পাম্পে জরিমানা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিএসটিআই এর সহযোগিতায় মেহেরপুর সদরের দুই টি তেল পাম্পে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল ইসলাম এর নেতৃত্বে এ আদালত পরিচালনা করা হয়।

এসময় নুর ফিলিং স্টেশনে পরিমাপে কম দেওয়ায়, ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইনের ২০১৮ এর ২৯ ধারাই ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপর দিকে মেহোরপুর সদরের, মেহেরপুর ফিলিং স্টেশনে আন্ডারগ্রাউন্ড স্টোরিজ লাইসেন্স নবায়ন না করায় ৩২(৩) ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএসটিআইর পরিদর্শক মঈনুদ্দিন।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে সংস্কার কাজ বন্ধ

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ৯৪০ মিটার রাস্তার সংস্কার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জনদুর্ভোগ বেড়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা।

রাস্তার পাশে ভুগর্ভস্থ টিঅ্যান্ডটি তার না সরানোর কারণে রাস্তাটির সংস্কার কাজ শুরু হলেও সেটি বন্ধ রাখা হয়েছে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের সঙ্গে বিটিসিএলের সমন্বয়হীনতার কারণে কাজটি শুরু হচ্ছে না বলে স্বীকার করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ।

মেহেরপুর জেলা সড়ক ও জনপথ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী-কুষ্টিয়া সড়কটির পূর্ণাঙ্গ ভাবে কাজ হয়েছিল বছর দশেক আগে।

জোড়পুকুর গ্রামের ব্যবসায়ী আব্দুর রশিদ বলেন, জোড়পুকুর ও চোখতোলা মাঠের মাঝের এই জায়গাটা কোন দিনও ঠিক হয়না। প্রায় ৮ বছর আগে যখন রাস্তাটা নতুন করে তৈরি করা হয় তারপর মাসখানেক ভালো ছিলো। তারপর আবার আগের অবস্থা। সড়কের এ সমস্যাটা যদি দূর করা যেত তাহলে এ অঞ্চলের মানুষ একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারতো।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা এই রাস্তা সংস্কারের জন্য বছরের প্রথম দিকেই কার্যাদেশ দিয়েছিলাম। ঠিকাদারও যথা সময়ে কাজ শুরু করেছিলো। কিন্তু রাস্তার পাশেই ভুগর্ভস্থ টিঅ্যান্ডটি তার থাকায় কাজ বন্ধ করে দেয় বিটিসিএল। টিঅ্যান্ডটির তার সরানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দু’বার চিঠি দেয়া হলেও কোন সাড়া মেলেনি। ঠিকাদারের সঙ্গে কথা হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই বিশেষ ব্যবস্থায় আবার কাজ শুরু করা হবে।

বিটিসিএলের মেহেরপুরের সহকারী প্রকৌশলী জিল্লুর রহমান বলেন, আমরা চিঠি পেয়েছি। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তা জানিয়েছি। সড়ক ও জনপথ বিভাগ আমদের ক্ষতিপূরণ না দেয়ায় তার সরানো সম্ভব হচ্ছে না। তবে আমি আবারও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখবো কিভাবে তার সরানোর ব্যবস্থা করা যায়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম বলেন, রাস্তাটি সংস্কারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিরসনের ব্যবস্থা করবো।

দর্শনার কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার কেরু উচ্চ বিদ্যালয় মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান বিষয়ক অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ক অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২০ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন উপজেলা প্রশাসন ।

দামুড়হুদা উপজেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান বিষয়ক অনলাইন কুইজ ২০২০ প্রতিযোগিতায় দর্শনার কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী লাবিব, নির্ঝর ও ফাহিম শাহরিয়ার অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে ।

উক্ত কুইজে প্রথম স্থান অধিকার করায় তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, উপস্থিত ছিলেন মোঃ আব্দুল মতিন (উপজেলা শিক্ষা অফিসার), মোঃ আব্দুল কাদের (সহকারী প্রোগ্রামার, ব্যানবেইজ), মোঃ রাফিজুল ইসলাম (সহকারি পরিদর্শক), মোঃ আরিফুল ইসলাম (উপজেলা সহকারি প্রোগ্রামার), কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নুরুল ইসলাম সহ অন্যন্য কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানটির তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ঢাকা।

জীবননগরে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সাথে ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সদস্যদের মতবিনিময়

জীবননগরে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালকের সাথে ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সদস্যদের মতবিনিময় ও আলেচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩ টার সময় জীবননগর হ্ইাস্কুল পাড়ার ওয়েভ ফাউন্ডেশনের শাখা কার্যলয়ে এ মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর জীবননগর উপজেলা শাখার সভাপতি

মিথুন মাহমুদের সভাপতিত্বে মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ, সমন্বয়কারী কিতাব হোসেন,মুকুল হোসেন, লোকমোর্চার সমন্বয়কারী সজল, প্রবীণকমিটির সমন্বয়কারী আশরাফুজ্জামান লিটনসহ ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সদস্য লাবনী, তুহিন, ঐশ^র্য সাহা, শিলা, নিশান, রাজিব হোসেন, জাহিদ হোসেন, অন্তরা , সম্রাট প্রমুখ।

কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত করে গড়ে তুলতে চাই – শহিদুল আলম

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়ে ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান শহিদুল আলম। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনি প্রার্থী হিসেবে থাকবেন কিনা?

শহিদুল আলম: বর্তমানে যে পরিবেশ তাতে নির্বাচন করার ইচ্ছা বা মানসিকতা নেই, তবে দলীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। আমি কুতুবপুর ইউনিয়ন বি এন পির সভাপতি যার কারনে দলের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দলীয় প্রতীক নিয়ে

নির্বাচন করাটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছি। তবে সুষ্ঠ নির্বাচন হবে বলে যদি কোন প্রতিশ্রুতি পাই তখন ভেবে দেখবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কেন নির্বাচনে অংশ নিতে চান না?

শহিদুল আলম: বর্তমানে দেশের যে অবস্থা, সর্ব সাধারণের ভোটাধিকার হনন করা হয়েছে। কাউকে আর ভোট দেওয়া লাগে না। আপনারা দেখেছেন বিগত নির্বাচনে রাতের আঁধারে ভোট হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে কাউকে প্রবেশ করতে দেয় নি। ইচ্ছে মত ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীনরা নির্বাচিত হয়েছে। কর্মীদের ওপর হামলা-মামলা, তাই এমন একটা বাজে পরিবেশে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষের ভুগান্তি ছাড়া আর কিছুই না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন।

শহিদুল আলম: আপনারা জানেন, আমি বিএনপি’র দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। বর্তমান প্রক্ষাপটে উন্নয়ন করার ইচ্ছা থাকলেও বর্তমান ক্ষমতা শালী দলের বিভিন্ন নেতা বর্গদের চাপে অনেক কিছুই করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বর্তমান কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারী ইউনিয়ন পরিষদের সকল কাজের তদারকি করেন যার কারণে আমি আমার ইচ্ছে মত কোন কাজই করতে সক্ষম নই।

নির্বাচনী ইশতেহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে গুলো সব বাস্তবায়ন করতে পারি নি ক্ষমতাসীন শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর কারণে। তবে উন্নয়ন করেছি আমার সামর্থ ও সক্ষমতা অনুযায়ী।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কোন কাজ গুলো সফল ভাবে করেছেন?

শহিদুল আলম: মাদক নিয়ে আমার ইউনিয়নে ব্যপক কাজ করেছি আগের তুলনায় আর সেই রকম মাদক সেবী বা মাদক ব্যবসায়ী নেই। বাল্য বিবাহ একদমি নেই তবে যদিও হয়ে থাকে তাও আমার এবং প্রসাশনের অগচরে।

ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। জনগণকে এখন কোন কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হয়না। করোনাকালীন সময়ে আমার ইউনিয়নের নিন্ম বিত্ত মধ্যবিত্ত সকল মানুষের জন্য সরকারি সুবিধা দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার উন্নয়নে জনগণ কতটুকু সন্তুষ্ট, যাতে করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

শহিদুল আলম: জনগণ আমাকে ভালোবেসে, আমার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে তাদের মুল্যেবান ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। সেই কথা ভেবে জনগণকে আমার যতটুকু সম্ভব আমি দিয়েছি যা সন্তষ্টকর বলে মনে করি।

তবে আমার এই ৫ বছরে ক্ষমতা থাকা কালীন অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার জন্য আমাকে আরো নিজেকে সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করতে হয়। পিছনের আমার বিরোধী পক্ষ আমার ভুল ধরার জন্য বসেই আছে। এই জন্য আমি আমার মান সম্মানটা ধরে রাখার জন্য সবার সাথে সমন্বয় করে কাজ করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

শহিদুল আলম: আমার কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত, স্বালম্বী ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বর্তমানে ব্যাপক ভাবে যুব সমাজের অবক্ষয় ঘটছে যাতে করে এ জাতিকে একসময় চরম ক্ষতির স্বীকার হতে হবে বলে মনে করি । কারণ বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে, তাদের কর্মসংস্থানেরর সৃষ্টি করতে হবে।

সরকারি চাকরি না হোক বিভিন্ন ফার্ম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বেশি প্রসিক্ষণ ব্যবস্থা থাকলে ভালো হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

আমাদের ইউনিয়নে বিধবা মহিলাদের জন্য কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা। তারা যে ভাতা পান তাতে তো তাদের কিছুই হয় না এক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিলে তারা সেই কাজ করে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করতে পারতো বলে মনে করি।

মেহেরপুরে “বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও শিক্ষা জীবন” বিষয়ক আলোচনা

সভা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে “মুজিববর্ষে শতঘণ্টা মুজিবচর্চা ”“বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও শিক্ষা জীবন” বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মঙ্গলবার রাতে জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।
প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক, পদার্থবিদ ও শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল। বঙ্গবন্ধুর শৈশব নিয়ে আলোচনায় তিনি বলেন, “বঙ্গবন্ধু স্কুল জীবন থেকেই নেতা হয়ে ছিলেন। সব সময় তার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষাজীবনে তিনি নেতৃত্ব দিতে জেলও খেটেছেন। অসাধারণ প্রতিভা ও নেতৃতের গুনেই পরবর্তিতে তিনি এক অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হয়েছিলেন”।
অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, শিক্ষার্থী কুতুব উদ্দিন, পারমিতা ভট্টাচার্য, ফারজানা ওশি, অরিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক রাজনৈতিক, শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও শিক্ষার্থী অংশ নেন।

মেহেরপুরে নতুন ২ জন করোনায় আক্রান্ত :: মোট ৫৯১

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তারা সকলেই মেহেরপুর সদরের। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৯১ জনে।

আজ বিকাল মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ২০ টি রিপোটের মধ্যে ২ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৮৪৪ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৪১ (সদর-১৫, গাংনী- ২১, মুজিবনগর- ০৫) জন।

এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। তার মধ্যে সদরে- ৭, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২)।

সুস্থ হয়েছেন ৪৮৮ (সদর-২৬১, গাংনী -১৭৮, মুজিবনগর- ৪৯) জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৪৪ জনকে।

জীবননগরে ফেন্সিডিল সহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

জীবননগর থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯ টার সময় গোপন সংবাদের ভিক্তিতে জীবননগর পৌরসভার আশতলা পাড়ায় অভিযান চালিয়ে আরিফুল ইসলাম (৩৫) কে আটক করা হয়।

আটককৃত আরিফুল ইসলাম দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার এরশাদ শেখের ছেলে।

এ বিষয়ে জীবননগর থানার এএসআই কামরুজ্জামান জানান, আরিফুল ইসলাম কে ৩৬ বোতল ফেন্সিডিল ও একটি মোটরসাইকেল সহ আটক করা হয়।

এ ব্যাপারে জীবননগর থানায় একটি মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।